যায়যায়দিন

রিং AUG. 08 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Tuesday ■ 08 August 2006

দাবি পূরণ হয়েছে : এবার শিক্ষকদের পাল

সরকার অবশেষে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের দাবি মেনে নিয়েছে। রবিবার শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারি শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন প্রদানের ঘো দেয়ার পর মাসব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে অবচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল অবসান হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে কারণ, সরকার দাবি মানলো ঠিকই কিন্তু দ আদায়ের জন্য শিক্ষকদের ক্লাস বর্জনের ফলে মাঝখানে কয়েক লাখ শিক্ষা জীবন থেকে নষ্ট হয়ে গেলো মূল্যবান অনেক সময়।

আমরা সব সময়ই শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবিকে ন্যায্য আখ্যায়িত করেছি সেগুলো মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। সেই সঙ্গে স্ম করাতে চেষ্টা করেছি নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতির ক সরকার শেষ পর্যন্ত দাবি মেনে নেয়ায় শিক্ষকদের সঙ্গে আমরাও স্বাভাবিকভা খুশি।

দাবি আদায়ের জন্য বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলন এবারই প্র নয়। ১৯৭৯ সালে শিক্ষকদের বেতনের ৫০ ভাগ দেয়া শুরু হওয়ার পর থে শিক্ষকরা আন্দোলনের মাধ্যমেই ১০০ ভাগের দাবি আদায় করলেন। বারবারই শিক্ষক এবং সরকারের অনড় অবস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা

এবারও আন্দোলনের ফলে দীর্ঘ একমাস বেসরকারি স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। ফ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা। বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ আন্দোলন শিক্ষার্থী অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে। এক মাসের এই ক্ষতির দায় কে নেবে- শিক্ষক সরকার?

শিক্ষকরা অবশ্য বলেছেন তারা বেশি ক্লাস নিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন। কিন্তু মাসের জমানো খাবার কি বেশি বেশি খেয়ে হজম করা সম্ভব? শিক্ষার্থীদের ক্ষ অবশ্যই শিক্ষকদেরই পোষাতে হবে। তবে তা যেন শিক্ষার্থীদের বহন ক ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। শিক্ষকরাও যেন সরকারের মতো সব পেয়েছি ভে তাদের প্রতিশ্রুতি ভুলে না যান।

সরকারি কোষাগার থেকে ১০০ ভাগ বেতন দেয়ার দাবি পূরণের মধ্য দি শিক্ষকদের কাছে দেশবাসীরও দাবি বৃদ্ধি পেলো। কারণ যে বেতন তারা পাচ্ছে মনে রাখা দরকার তা জনগণের ট্যাক্সের টাকা। ট্যাক্সের টাকায় বেতন নিয়ে স্ক বাদ দিয়ে প্রধানত টিউশনি বা কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকার বিষয়টি কো অভিভাবকই স্বাভাবিকভাবে নেবেন না। তাই যেসব শিক্ষক টিউশনি বা কো বাণিজ্যে জড়িত তাদের উচিত সেসব বাদ দিয়ে স্কুলে বেশি বা যথেষ্ট স দেয়া। কারণ অভিভাবকরা শিক্ষককে শিক্ষক হিসেবেই দেখতে চান- অর্থ ব্যবসায়ী হিসেবে নয়।

সরকার শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন দেয়ার বিনিময়ে স্কুলের ছাত্র বেতন সরক কোষাগারে জমা চেয়েছে। এ অর্থ শিক্ষকদের কল্যাণে ব্যয় করারও ঘো দিয়েছে। এটি অবশ্যই ভালো উদ্যোগ। তবে এক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টির সুযো রয়েছে। কেননা গ্রামের বা মফস্বলের স্কুলগুলোর আপত্তি না থাকলেও শহ নামিদামি স্কুলগুলো এ ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারে। সরকার ও স্ক কর্তৃপক্ষকে আমরা আহ্বান জানাবো, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেন এ সমস্যার সমাধান করা হয়।

শিক্ষকদের বঞ্চিত করে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের জ শিক্ষকদের মর্যাদার ব্যাপারে সরকারকে এজন্য অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সে সঙ্গে শিক্ষকদেরও মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে দাবি আদ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। আমরা আশা করবো সরকার শিক্ষকদের মাঝে পড়ে শিক্ষার্থীদেরকে যেন আর কখনো এভাবে ভুক্তভোগী ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়।